Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/2/2026 2:26 PM Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৭ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার ২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা


# মেডিকা নার্সিং হোম

স্বাস্থ্য সাথী
SWASTHYA SATHI

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের
সুবিধা রয়েছে

24/7
EMERGENCY
SERVICE

24x7 Emergency Service and Care

মাইক্রো সার্জারি

অপারেশন করা হয়।

ই.সি.জি. | ইউ.এস.জি | গাইনো সার্জারি

জেনারেল সার্জারি | রক্ত পরীক্ষা

ও.পি.ডি. | ডিজিটাল এক্স-রে | ফিজিওথেরাপি

বিভিন্ন ধরনের ইন্সুরেন্স কার্ডের মাধ্যমে
অপারেশন করার সুব্যাবস্থা রয়েছে।

রতুয়া হাসপাতাল গেট
(বিউটি মেডিক্যালের পাশে), রতুয়া, মালদা

Contact : 9734190447 /
8967213824 /8637023374 /
8917598976

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/2/2026 2:26 PM Page 2

বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

সান্ধ্য সংস্করণ

১৭ ফাল্গুন ।। ১৪৩২।। সোমবার ২ মার্চ ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ২৭৩ সংখ্যা ।। ৫ পাতা

কুয়েতের আকাশে ভয়াবহ দৃশ্য, মার্কিন এফ-১৫ যুদ্ধবিমান গুঁড়িয়ে দিল ইরান!

২৫০-এর বেশি আসন নিয়ে চতুর্থবার..., নজরুল মঞ্চে 'লড়াই'-এর ব্লু-প্রিন্ট দিলেন অভিষেক

মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে সংঘাতের পরিস্থিতি, কলকাতা থেকে বাতিল একাধিক বিমান

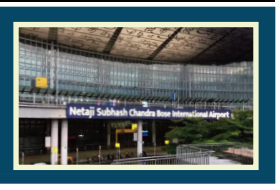


## ঘোষণা

আগামী ৩ ও ৪ মার্চ দোল ও হোলি উতসব। সেই উপলক্ষ্যে এই দুইদিন সান্ধ্য নয়া জামানা প্রকাশিত হবে না। যথারীতি ৫ মার্চ থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে সান্ধ্য নয়া জামানা পত্রিকা। -সম্পাদক।

# যুদ্ধ থামাতে নেতানিয়াহুকে আর্জি মোদির

## খামেনেই-হত্যার বদলা নিতে আক্রমণে হিজবুল্লা পাল্টা জবাবে বেইরুটে বোমাবর্ষণ ইজরায়েলের

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** যুদ্ধ থামছেই না পশ্চিম এশিয়ায়। এবার খামেনেই হত্যার প্রতিশোধ নিতে আক্রমণ চালালো ইরানের বন্ধু গোষ্ঠী হিজবুল্লা। লেবাননের এই সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার জবাবে সোমবার ভোর থেকেই পাল্টা প্রত্যাঘাত শুরু করেছে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর বাহিনী। খাস লেবাননের রাজধানী বেইরুটের আকাশ এখন কালো ধোঁয়ায় ঢাকা। ইজরায়েলি বিমানহানায় কেঁপে উঠছে শহরের অলিগলি । ২০২৪ সালের নভেম্বরে আমেরিকার মধ্যস্থতায় হওয়া শান্তি চুক্তি ভেঙে ফের সম্মুখ সমরে লিপ্ত হল দুই দেশ । ইজরায়েলি সেনার দাবি, তাদের নিখুঁত নিশানায় ইতিমধ্যেই হিজবুল্লার বেশ কয়েকজন শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে।শনিবার ইজরায়েল ও আমেরিকার যৌথ অভিযানে ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুর পর থেকেই স্ফুলিঙ্গ জমছিল। রবিবার সকালে তেহরান সেই খবর নিশ্চিত করতেই জ্বলে ওঠে মধ্যপ্রাচ্য। খামেনেইয়ের প্রয়াণের বদলা নিতে রবিবার গভীর রাতে ইজরায়েল লক্ষ্য করে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র

ছোড়ে হিজবুল্লা। সোমবার সকাল হতেই তার বদলা নিতে শুরু করে ইজরায়েল। দক্ষিণ লেবাননের ৫৩টি গ্রাম খালি করার নির্দেশ দিয়ে শুরু হয় আকাশপথে হানা। বেইরুটের রাস্তায় এখন শুধুই ঘরছাড়া মানুষের ভিড়। বাসিন্দারা প্রাণভয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটছেন। লেবানন সরকার অবশ্য হিজবুল্লার এই পদক্ষেপকে সমর্থন করেনি। প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম এই আক্রমণকে 'দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং সন্দেহজনক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর আক্ষেপ, এর ফলে ইজরায়েলকে আগ্রাসন চালানোর 'অজুহাত' পাইয়ে দেওয়া হল।এদিকে যুদ্ধের আঁচ ছড়িয়েছে আরব দুনিয়ার অন্যত্রও। ইরান পাল্টা হামলা চালিয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার ও বাহরিনের মার্কিন ঘাঁটিগুলোতে। দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা খালি করা হয়েছে, বোমা পড়েছে দুবাই বিমানবন্দরেও। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, ইরানে এই বোমাবর্ষণ আরও অন্তত এক সপ্তাহ চলতে পারে। প্রয়োজনে তা চার-পাঁচ সপ্তাহও গড়াতে পারে বলে নিউ ইয়র্ক টাইম্ সকে জানিয়েছেন তিনি। অন্যদিকে, খামেনেইয়ের উত্তরসূরি হিসেবে আলিরেজা আরাফির নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী কাউন্সিল গঠন করেছে ইরান। খামেনেইয়ের মৃত্যুতে উত্তাল পাকিস্তানও। করাচিতে মার্কিন কনসুলেটের সামনে বিক্ষোভে পুলিশের গুলিতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার রাতে মন্ত্রিসভার নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠক করেন। এরপর তিনি ফোনে কথা বলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এবং আমিরশাহির প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। মোদী স্পষ্ট জানিয়েছেন, সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করা প্রয়োজন। এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব এই যুদ্ধ বন্ধ করার কথাও জানানো হয়েছে ভারতের তরফে।' তবে খামেনেইয়ের মৃত্যু নিয়ে সাউথ ব্লক এখনও পর্যন্ত মৌনতা বজায় রেখেছে। সব মিলিয়ে পশ্চিম এশিয়ার আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী, আর বিশ্ব তাকিয়ে আছে এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে।

# মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের জেরে টালমাটাল শেয়ার বাজার

**নয়া জামানা ডেস্ক ঃ** মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধংদেহি পরিস্থিতির কোপে পড়ে কার্যত লণ্ডভণ্ড ভারতীয় শেয়ার বাজার। ইরান ও মার্কিন উত্তেজনার আবহে অপরিশোধিত তেলের দাম চড়তেই বুধবার সকালে বড়সড় ধসের মুখে পড়ল দালাল স্ট্রিট। এদিন সকাল সাড়ে নয়টা নাগাদ সেনসেক্স ৮৮৪.৩৫ পয়েন্ট কমে দাঁড়ায় ৮০,৪০২.৮৪ অঙ্কে। পাল্লা দিয়ে ২৬৭.৪৫ পয়েন্ট খুইয়ে নিফটি নেমে আসে ২৪, ৯১১.২০-তে। পশ্চিম এশিয়ার এই অনিশ্চয়তা যে অদূর ভবিষ্যতে লগ্নিকারীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ আরও চওড়া করবে, সেই আশঙ্কাই এখন প্রবল। বাজার বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জ্বালানি সংকটই এখন সবচেয়ে বড় কাঁটা। জিওজিৎ ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেডের ড. ভি কে বিজয়কুমার জানান, 'বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত জ্বালানি সংকট।' তাঁর মতে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে তেল পরিবহন স্তব্ধ হলে অপরিশোধিত তেলের দাম ২০ শতাংশ বাড়তে পারে। তবে আতঙ্কিত হয়ে শেয়ার বিক্রির বিরুদ্ধে সাবধান করেছেন তিনি। বিজয়কুমারের পরামর্শ, 'অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে সংকটের সময় আতঙ্কিত হয়ে শেয়ার বিক্রি করা ভুল কৌশল।' তাঁর মতে, কোভিড বা ইউক্রেন যুদ্ধের মতো বর্তমান পরিস্থিতিও ছয় মাস পর বাজারে প্রভাব ফেলবে না। তাই হুজুগে না মেতে ব্যাঙ্কিং বা অটোমোবাইলের মতো শক্তিশালী স্টকে লগ্নির সুযোগ খোঁজার পরামর্শ দিচ্ছেন তিনি।

# মমতার লড়াইয়ের কাহিনী এবার ডকু-ফিচারে

## আসছে 'দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ ব্যানার্জি'

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের বাদ্যি বাজার আগেই বঙ্গ রাজনীতিতে নতুন চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি ডকু-ফিচার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং তৃণমূলের উত্থানকে ফ্রেমবন্দি করতে আসছে 'দ্য আনটোল্ড স্টোরি অফ ব্যানার্জি'। আজ সোমবার বিকেল ৪টের সময় কলকাতা প্রেস ক্লাবে ২৫ মিনিটের এই বিশেষ তথ্যচিত্রটির টিজার মুক্তি পেতে চলেছে। আর কে এন্টারটেনমেন্টের ব্যানারে তৈরি এই ছবির নেপথ্যে রয়েছেন অভিনেতা ও প্রযোজক জুনেইদ খান। পরিচালনায় রাহুল সাহা। বিরোধীদের লাগাতার

অপপ্রচার ও কুৎসার জবাব দিতেই এই শৈল্পিক প্রয়াস বলে দাবি নির্মাতাদের। ছবির কাহিনী বিন্যাস হয়েছে ১৯৯৩ সাল থেকে ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে। যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক অনশন ও আন্দোলনের পাশাপাশি অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থান। জুনেইদ খানের দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মাত্র চার বছর বয়স থেকেই পিসির ছায়াসঙ্গী হিসেবে আন্দোলনের ময়দানে ছিলেন। সেই অজানা অধ্যায়ই এই ডকু-ফিচারের মূল আকর্ষণ।শুটিংয়ের কাজ বর্তমানে রমজানের বিরতির জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলেও নদীয়ার পলাশিপাড়া-সহ বিভিন্ন লোকেশনে কাজ হয়েছে। নিজের আদর্শ ও আবেগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে অভিনেতা জুনেইদ তাঁর পঞ্চান্নগ্রামের একটি ফ্ল্যাট পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন। এর আগে 'জয় বাংলা' অ্যালবাম প্রকাশ করে নজর কেড়েছিলেন তিনি। এবার বড় পর্দায় অভিষেকের পরিণত বয়সের চরিত্রে জুনেইদ নিজেই অভিনয় করছেন।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/2/2026 2:26 PM Page 3



# দোলের দিন বাড়িতে পার্টি রয়েছে?

## প্লেলিস্টে থাক হোলির এই বাংলা গানগুলি

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** দোলের দিন বাড়িতে পার্টি রয়েছে? বা একসঙ্গে অনেক বন্ধুরা মিলে রং খেলার পরিকল্পনা? তাহলে হইচই, আনন্দ কী আর গান ছাড়া জমে? এদিনের প্লেলিস্টে অবশ্যই রাখুন এই বাংলা গানগুলি যেগুলো ছাড়া দোল অসম্পূর্ণ।তালিকায় প্রথমেই থাকবে 'খেলব হোলি রং দেব না তাই কখনও হয়?' 'একান্ত আপন' ছবি থেকে আশা ভোঁসলের গাওয়া এই গানটি যেন আজও সমান জনপ্রিয়। 'ও শ্যাম যখন তখন' গানটিকে কি বাদ দেওয়া যায়? 'বসন্ত বিলাপ' ছবির এই আইকনিক গানটি গেয়েছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায়। এটিও আপনার হোলি প্লেলিস্টে জায়গা করে নিতেই পারে। 'আজ খেলব হোলি তোমার সনে' গানটিকেও তালিকায় রাখতে পারেন। ১৯৭০ সালে মুক্তি পাওয়া 'মঞ্জরী অপেরা' ছবির গানটি গেয়েছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। 'গোত্র' ছবিতে রবীন্দ্রসঙ্গীত 'নীল দিগন্তে' গানটির কথা একটু বদলে ব্যবহার করা হয়েছিল। দোলের দিন নাচার জন্য আদর্শ গান এটি। রবীন্দ্রসঙ্গীত যখন বলছি 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায়' কিংবা 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও যাও', 'খেলা ভাঙার খেলা', 'ওরে গৃহবাসী', ইত্যাদি এই গানগুলোও চালাতে পারেন।

কথাতেই তো আছে, বাঙালির সব ব্যথা, উৎসবের একমাত্র কনস্ট্যান্ট রবি ঠাকুর। বাংলা লোকসঙ্গীত কিছু চালানোর কত ভাবলে 'পিন্দারে পলাশের বন' কিংবা 'লাল মাটির সরানে' গানগুলি বেছে নিতে পারেন। বন্ধুরা সকলে মিলে একসঙ্গে হইহল্লা করা বা নাচার জন্য একদম আদর্শ এই গানগুলো।'ফাগুনেরও মোহনায়' গানটিকে রাখতে পারেন তালিকায়। নন্দী সিস্টার্সের তরফে বছর খানেক আগে এই গানের নতুন ভার্সন প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। সেগুলোও চালাতে পারেন।

# মিলনের আশায় সমুদ্রে বোতলবন্দি বার্তা মহিলার, তারপর...

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** ইংল্যান্ডের ইস্ট সাসেক্সের ইস্টবর্নে এক মহিলার বহু দিনের অভ্যাস এবার তাঁকে এনে দিল এক বিব্রতকর অভিজ্ঞতা। ৫৮ বছরের লরেন ফোর্বস, যিনি দীর্ঘ তিন দশক ধরে সমুদ্রের ধারে বসবাস করছেন, বহু বছর ধরে প্লাস্টিক বোতলে হাতে লেখা চিঠি ভরে সাগরে ভাসিয়ে দিচ্ছিলেন তঅচেনা কাউকে খুঁজে পাওয়ার রোমান্টিক আশায়দ। ফ্রান্স এবং হল্যান্ডের উপকূলে তাঁর বার্তা পৌঁছানোর ঘটনাও ঘটেছে;তবে বেশির ভাগ সময়ই বোতলগুলো ভেসে ফিরে এসেছে কাছের সৈকতেই।কিন্তু সম্প্রতি তাঁর এক চিঠি তাঁকে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে এক পরিচ্ছন্নতা কর্মী পাঠিয়েছেন তীব্র ভাষায় লেখা নোট;সেটিও আবার একটি পাথরভরা বাক্সের ভেতরে, যা গ্রহণ করতে লরেনকে খরচ করতে হয়েছে ৭ পাউন্ড।ফেরত পাওয়া নোটটিতে লেখা ছিল;দয়া করে সমুদ্রে আবর্জনা ছুড়ে ফেলা বন্ধ করুন। এগুলো একদিনের মধ্যেই পিভেনসি বে বা নরম্যানস বে'তে এসে পড়ে। ধন্যবাদ;একজন আবর্জনা সংগ্রাহক।চিঠিটি ছিল জন লাইডন (পাঙ্ক রক শিল্পী),এর কনসার্টের ফ্লায়ারের পেছনে লেখা, যা লরেন আগের মতোই বোতলে ভরে সাগরে ছুড়ে দিয়েছিলেন। নাম,ঠিকানা থাকার ফলে পরিচ্ছন্নতা কর্মী সরাসরি তাঁকে বার্তা পাঠাতে সক্ষম হন। পাথরভর্তি বাক্সটি ৫ সেপ্টেম্বর পাঠানো হয় এবং ৭ অক্টোবর লরেনের

হাতে পৌঁছায়। রোমান্স চাইছিলাম, গালাগাল নয়';অভিযোগ লরেনের। লরেন জানান, তিনি এই 'অতিথিভাবাপন্ন', কিছুটা পুরনো ঢঙের শখটি বহুদিন ধরে বজায় রেখেছেন। কেউ কখনো উত্তর দিলে বেশির অংশই শুধু জানায় কোথায় বোতলটি পেয়েছে; মিলনের ইচ্ছা প্রায় কেউ প্রকাশ করেন না।কিন্তু এইবার পাওয়া প্রতিক্রিয়া তাঁকে চমকে দিয়েছে। তাঁর ভাষায়;এটা খুবই নিষ্ঠুর। চিঠি নিতে আমাকে ৭ পাউন্ড খ রচ করতে হলো। যে লিখেছে সে নিজের নামও লেখেনি;কাপুরুষ কোথাকার। যদিও পরিবেশ দূষণের ঝুঁকি নিয়ে আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল, লরেন স্বীকার করেছেন, প্লাস্টিক বোতল ফেলা নিয়ে আগেও তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে। ইস্টবর্ন পিয়ার ও ইস্টবর্ন হারবার,এর কর্মীরা তাঁকে বহুবার থামতে বলেছেন;কারণ এতে স্থানীয় সামুদ্রিক প্রাণীর ক্ষতি হতে পারে।

# যৌন বিরতি শরীর এবং মন দু'দিকেই ক্ষতিকর

**নয়া জামানা ডেক্স ঃ** দীর্ঘ সময় ধরে যৌন সংসর্গ বা স্বমেহন না হলে তার প্রভাব শুধু মানসিক অবস্থায় নয়, শারীরিক ভাবেও বড়সড় সমস্যা তৈরি করতে পারে;সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গবেষণায় উঠে এসেছে এমন দাবি। অর্থাৎ, বহু পুরুষের মাঝে প্রচলিত কথার হাস্যরসিক অর্থ ছাড়িয়ে, 'ব্লু বলস' বা দীর্ঘ যৌন-বিরতি যে বাস্তবেই সমস্যা তৈরি করতে পারে, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখন সামনে আসছে।সম্প্রতি দ্য ডেইলি মেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, ফুলার্টনের অধ্যাপক ও সেক্স বিশেষজ্ঞ ড. তারা সুইনিয়াটিচাইপর্ন জানান, মাত্র এক মাস যৌন সংসর্গ বা হস্তমৈথুন ছাড়া গেলেই শরীরে ও মনে চাপ তৈরি হয়। তাঁর কথায়, তএ ধরনের বিরতি স্ট্রেস, উদ্বেগ, বিষণ্ণতা ও রাগ বাড়িয়ে দিতে পারে। সেই নেতিবাচক অনুভূতি পরবর্তী যৌনসুখ উপভোগ করার সক্ষমতাও কমিয়ে দেয়। স্ট্রেসড মানুষ যৌনতা উপভোগ করতে পারে না।শুধু মানসিক চাপ নয়;যৌনহীনতা এবং হিংসার মধ্যেও সম্পর্ক রয়েছে বলে দাবি করছে বেশ কিছু গবেষণা। ২০২১ সালে জার্নাল অফ ক্রিমিনাল জাস্টিস-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, দীর্ঘদিন যৌনতা থেকে বিরত থাকা ও যৌন হতাশা কিছু ক্ষেত্রে আগ্রাসী আচরণ বা সহিংসতার প্রবণতার সঙ্গে যুক্ত। দীর্ঘ সময় যৌন মিলন না হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয় দাম্পত্য সম্পর্কের;এমনই মত সেক্স থেরাপিস্ট সারি কুপারের। তাঁর মতে, যে

দম্পতিরা নিয়মিত যৌনতা করেন না, তারা সম্পর্কের মধ্যে নরমভাব, সহমর্মিতা ও আপসের জায়গা কমিয়ে ফেলেন। পরস্পরকে দোষারোপ, অতিরিক্ত সমালোচনা অথবা অপরাধবোধ তৈরি করে প্রয়োজন মেটানোর প্রবণতা দেখা যায়। তিনি আরও জানান, দীর্ঘ যৌনবিরতিতে কখনও কখনও এক পক্ষ সম্পর্ক খোলার প্রস্তাব দেয়, আবার কেউ কেউ গোপনে সম্পর্কের বাইরে গিয়ে যৌন প্রয়োজন মেটায়। যৌনতার শারীরিক উপকারও বহু গবেষণায় উল্লেখ রয়েছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গবেষণা অনুসারে, মাসে অন্তত ২১ বার বীর্যপাত করলে প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে। ড. সুইনিয়াটিচাইপর্নের মতে, পাঁচ বছর বা তার বেশি সময় যৌন সংসর্গ বা উত্তেজনা ছাড়া কাটলে পুরুষ ও নারীর যৌনাঙ্গে অ্যাট্রফি বা সংকোচন দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ, দীর্ঘ বিরতিতে যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক আকৃতি ও কার্যক্ষমতা কিছুটা হারাতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, জীবনে যৌনতার ওঠানামা স্বাভাবিক। তবে দীর্ঘ সময় ধরে যৌনবিরতি চললে তা নিয়ে লজ্জা না পেয়ে সঙ্গী বা বিশেষজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করাই শ্রেয়। কারণ, যৌনতা শুধু আনন্দের মাধ্যম নয়;মানসিক ভারসাম্য ও শারীরিক সুস্থতার অন্যতম উপাদান। জীবনের ব্যস্ততা, মানসিক চাপ বা সম্পর্কের জটিলতার কারণে অনেক সময় 'ড্রাই স্পেল' তৈরি হয়। তবে গবেষণা বলছে;যৌনতা কেবল ব্যক্তিগত পছন্দ বা অভ্যাস নয়, বরং সুস্থ শরীর, সুস্থ মন ও সুস্থ সম্পর্কেরও একটি প্রয়োজনীয় দিক।

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/2/2026 2:26 PM Page 4



# দেওয়াল দখল ঘিরে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, আহত বেশ কয়েকজন

**নয়া জামানা ,কলকাতা ঃ** ভোট আসতেই ফের তপ্ত তিলোত্তমা। দেওয়াল দখলকে কেন্দ্র করে তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষে এদিন রণক্ষেত্রের চেহারা নিল নেতাজিনগর। থানা চত্বরেই দু'পক্ষের মধ্যে চলে দফায় দফায় হাতাহাতি ও ইটবৃষ্টি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করতে হয়েছে। ঘটনায় দুই শিবিরেরই বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন বলে খবর।স্থানীয় সূত্রের খবর, আসন্ন নির্বাচনের প্রচারের লক্ষ্যে নেতাজিনগর এলাকায় দেওয়াল লিখনের কাজ শুরু করেছে রাজনৈতিক দলগুলি। বিজেপির অভিযোগ, তাঁদের আগে থেকে চুনকাম করা একটি দেওয়াল দখল করে সেখানে লিখন শুরু করে তৃণমূল কর্মীরা। এই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন দুপুরে নেতাজিনগর থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। অভিযোগ, সেই সময়ই তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের ওপর অতর্কিতে

হামলা চালায়। বিজেপির দাবি, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ চলাকালীন লাঠিসোটা ও ইট নিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয় তৃণমূলের 'গুণ্ডাবাহিনী'। এক বিজেপি নেতার কথায়, তআমাদের কর্মীদের ওপর নির্মমভাবে হামলা চালানো হয়েছে। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে।অন্যদিকে, অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূলের পালটা দাবি, বিজেপি কর্মীরাই আসলে দেওয়াল 'চুরি' করতে এসেছিল। তৃণমূল নেতৃত্বের অভিযোগ, তাঁদের কর্মীদের দেখেই প্রথমে ইট ও জুতো ছুড়তে শুরু করে পদ্ম শিবিরের লোকজন। আত্ম ত্মরক্ষার্থেই তাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। সংঘর্ষের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী।

পরিস্থিতি সামাল দিতে থানা চত্বরে ব্যারিকেড করে দু'পক্ষকে আলাদা করা হয়। এই মুহূর্তে এলাকা থমথমে থাকলেও মোতায়েন রয়েছে পুলিশ পিকেট। উল্লেখ্য, এদিন রাতেই কোচবিহারের নাটাবাড়িতে দুই দলের সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়েছিল পরিস্থিতি।

# ক্রিকেট খেলা নিয়ে ধুন্ধুমার আহত ৫ পুলিশকর্মী

**নয়া জামানা, দুর্গাপুর ঃ** খেলার মাঠের উত্তাপ আছড়ে পড়ল রাজপথে। যানজটকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের শ্রীনগরপল্লী এলাকায় রণক্ষেত্রের চেহারা নিল চয়ন মাঠ সংলগ্ন অঞ্চল। ক্রিকেটের পিচে মহিলার স্কুটার নিয়ে বসে পড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বচসা শেষ পর্যন্ত পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে রূপ নিল। এই ঘটনায় ৫ জন পুলিশকর্মী জখম হয়েছেন এবং বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে খবর, শ্রীনগরপল্লীর একটি ক্লাব তাদের প্রয়াত এক সদস্যের স্মৃতিতে তিন দিনের ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিল। রবিবার ছিল প্রতিযোগিতার শেষ দিন। ফাইনাল খেলা দেখতে ভিড় উপচে পড়ায় ওই এলাকার সংকীর্ণ রাস্তায় ব্যাপক যানজট তৈরি হয়।অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা জনৈক ব্যক্তি গাড়িতে আটকে পড়লে বিবাদ শুরু হয়। পরিস্থিতি চরম আকার নেয় যখন ওই ব্যক্তির স্ত্রী রাগের মাথায় নিজের স্কুটার চালিয়ে সরাসরি ক্রিকেট পিচের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দুর্গাপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও এসিপি। পুলিশ ও স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হলে উত্তেজনা চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, উত্তেজিত জনতার মারে ৫ জন পুলিশকর্মী আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ অভিযুক্ত মহিলা এবং ক্লাবের সম্পাদকসহ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা জানান, ডিউটিরত পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনায় ৫ জন জখম হয়েছেন। বেশ কয়েকজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

অন্যদিকে, ক্লাবের সহ-সম্পাদক রানা সিকদার দাবি করেন, ভলেন্টিয়াররা যানজট সরানোর চেষ্টা করলেও ওই মহিলা অতর্কিতে পিচে ঢুকে খেলা বন্ধ করে দেন, যা থেকেই ঝামেলার সূত্রপাত।

# বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে ৫ শ্রমিকের মৃত্যু, ঘটনাস্থলে পুলিশ প্রশাসন

**প্রদীপ কুন্ডু, নয়া জামানা, কোচবিহার ঃ** দিনহাটায় হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনা। ১১ হাজার ভোল্টের উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতের তারে স্পর্শ লেগে মৃত্যু হল পাঁচ শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে দিনহাটা থানার অন্তর্গত দিনহাটা ভিলেজ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভাগ্নি পার্ট-টু গ্রামের গড়ের মাথা সংলগ্ন এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বুবাই সাহার নতুন পাথর কাটার কারখানায় কাজ চলাকালীন একটি মিক্সার মেশিনের লোহার অংশ অসাবধানতাবশত উপর দিয়ে থাকা ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তারে স্পর্শ করে।

মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন সেখানে উপস্থিত শ্রমিকরা। ঘটনাস্থলেই পাঁচজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দিনহাটা থানা-র আইসি। পরে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকও সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পুলিশ মৃতদেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছে।এই মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। কীভাবে এমন দুর্ঘটনা ঘটল, কারখানায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল কিনা, এবং বিদ্যুতের তার এত নিচু দিয়ে কেন গিয়েছিল;সব দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, শিল্প এলাকায় উচ্চ ভোল্টেজের তারের নিচে কাজের সময় যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

# নির্বাচনী ডিউটিতে এসে মৃত্যু কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকের

**নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ** রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বড়সড় দুর্ঘটনা। নির্বাচনী ডিউটি করতে এসে পূর্ব বর্ধমানে মৃত্যু হলো সিআরপিএফ-এর এক সাব-ইন্সপেক্টরের। মৃত আধিকারিকের নাম নগেন্দ্র সিং। গতকাল রাতে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। বিহারের বাসিন্দা ওই আধিকারিকের আকস্মিক মৃত্যুতে এলাকায় এবং বাহিনীতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার নেপথ্যে শারীরিক অসুস্থতা নাকি অন্য কোনো কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, আর সেই লক্ষ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের মতো পূর্ব বর্ধমানেও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা শুরু হয়েছে। গত রবিবারই এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বর্ধমান শহরে এসে পৌঁছায়। তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বাহিনী আসার পর থেকেই রুটমার্চের মাধ্যমে এলাকায় জনসংযোগ ও নজরদারির কাজ শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু দায়িত্ব পালনের শুরুতেই এই মর্মান্তিক পরিণতি।জানা গিয়েছে, রবিবার সন্ধের পর থেকেই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন নগেন্দ্র সিং। সময়ের সাথে সাথে তাঁর শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাত ন'টা নাগাদ তাঁকে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসা শুরু করলেও শেষরক্ষা হয়নি। গভীর রাতে হাসপাতালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। নগেন্দ্র সিং সিআরপিএফ-এর ২১৫ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি বিহারের বৈশালী জেলার সরাই থানা এলাকায়।

# মুদি দোকানে বিধ্বংসী আগুন অল্পের জন্য রক্ষা পেল বসতি এলাকা

**নয়া জামানা , জলপাইগুড়ি ঃ** জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন চার নম্বর ঘুমটি এলাকায় এক স্থানীয় মুদি দোকানে আচমকা আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মঙ্গলবার (দিন উল্লেখযোগ্য হলে যোগ করা যেতে পারে) দুপুরে হঠাৎ দোকান থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন।স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগুন লাগার সময় দোকানের ভেতরে কেউ ছিলেন না। ধোঁয়া দেখতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা দ্রুত দমকল বিভাগে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাথমিক তদন্তে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুনের সূত্রপাত। তবে কীভাবে শর্ট সার্কিট হল, তা খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ। আগুনে দোকানের কিছু সামগ্রী পুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ত্ব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা যায়নি। ঘটনার বিস্তারিত জানতে তদন্ত শুরু করেছে দমকল বিভাগ। পাশাপাশি স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকেও ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে।

নয়া জামানা

ঈদ সংখ্যা ২০২৬

প্রকাশিত হবে দৈনিক নয়া জামানার ঈদ সংখ্যা। আপনার টাটকা নির্বাচিত প্রবন্ধ গল্প, অণুগল্প, কবিতা, ছড়া, ফিচার, রম্যরচনা, লোকসাহিত্য, মুক্তগদ্য যে কোন লেখা ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে পাঠিয়ে দিন।
কবিতা, ছড়া -১৬ লাইন, যে কোন গদ্য,গল্প, প্রবন্ধ-১০০০ ,অনুগল্প-২৫০ শব্দ

লেখা পাঠান
৯০০২৯৮৯১৩২
মেল nayajamanaofficial@gmail.com

Naya Jamana Evening Edition.....9 October....adddddddd..._Layout 1 3/2/2026 2:26 PM Page 5



# শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা, উপাসনা মন্দির ও মাটির বাড়িগুলির কথা

শান্তিনিকেতনে তিনটি মাটির বাড়ি আছে। তালধ্বজ এবং নতুন বাড়ি নামে পরিচিত বাড়িগুলিও মাটির কিন্তু এগুলি প্রচলিত মাটির বাড়ি। উত্তরায়নে শ্যামলী কলাভনে কালো বাড়ি এবং গৌরপ্রাঙ্গনের পশ্চিমে চৈতি বা চৈত্যর গঠনশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এর নির্মাণ কৌশলও সাধারণ নয়। নন্দলাল বসু, সুরেন কর, রামকিঙ্কর বেইজের মত প্রখ্যাত শিল্পীদের অভিনব সৃষ্টিই বাড়িগুলি।

**মাটির বাড়িগুলি**

শান্তিনিকেতনে যে সময়ে নূতন দালান-বাড়ি তৈরি হচ্ছে ঠিক সেই সময় নন্দলাল বসু অল্প ব্যয়ে মাটির বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেন। মাটি ও আলকাতরার মিশ্রণে তৈরি হয় উপযোগী মাটি। মাটির বাড়িতে জল প্রতিরোধ করতে আলকাতরার প্রলেপ দেওয়ার ব্যাবস্থা করেন। গৌর প্রাঙ্গণের পিছনে চৈত্য গৃহটি নন্দলাল বসুর প্রথম স্থাপত্য। নন্দলাল বসু এবং সুরেন করের পরিকল্পনার ফসল চৈত্য। নন্দলাল বসুর তত্বাবধানে ছাত্রছাত্রীরা নিজেরা তৈরি করেছিলেন। উপকরণ মাটি ও আলকাতরা (সূত্র - চিত্র কথা)। কাচের একটি ছোট্ট পাল্লা ছিল। ভিতরে পাঠভবনের ছেলে মেয়েদের আঁকা ছবি রাখা হত। নিয়মিত বদলে দেওয়া হত। গড়ন অনেকখানি বাংলাদেশের ছোটো চালা ঘরের মত। শান্তিনিকেতন - শ্রীনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী এই স্থাপত্যগুলি অমূল্য সৃষ্টি।

**কালো বাড়ি**

উত্তরায়নে শ্যামলী, কলাভবনের কালো বাড়ি এবং গৌরপ্রাঙ্গনের পশ্চিমে চৈতি'র মতো মাটির বাড়িগুলির গঠনশৈলী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। নির্মাণ কৌশলও সাধারণ নয়।

কালো বাড়ি নির্মাণের কাজ শুরু হয় ১৯৩৪-এ তারপর নানা সময়ে কাজ চলেছে। আগেই নির্মিত হয়েছিল শ্যামলী। সেই অভিজ্ঞতাও এই বাড়ি নির্মাণে কাজে এসেছে। কালো বাড়ি এবং রবীন্দ্রনাথের বাসস্থান শ্যামলী এইভাবে নির্মিত হয়। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য বস্তুর ব্যবহারে অল্প ব্যয়ে গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন নন্দলাল বসু। কালোবাড়ি প্রধানত ভাস্কর্য রামকিঙ্কর বেইজের হাতে নির্মিত। তিনি যখন এই নির্মাণে রত সেই সময় নন্দলাল বসু-র উক্তি ত্রিবিনোদ গিয়ে দেখো রামকিঙ্কর মাটির কাজ করছে, তার হাতের কাজ দেখে বুক কেঁপে যায়। একি আর এক জন্মের সাধনায় হয়েছে। অনেক জন্মের সাধনা নিয়ে কিঙ্কর জন্মেছে।দ নন্দলাল বসুর তত্ত্বাবধানে কালো বাড়ি নির্মাণে হাত লাগিয়েছিলেন রামকিঙ্কর বেইজ, প্রভাস সেন ও সুখময় মিত্রের মতো ছাত্ররাও। প্রসঙ্গত, কালো বাড়ির কিছু মূর্তি অযোধ্যা গ্রামের পিতলের রথের নকশার আদলে নির্মাণ করেন রামকিঙ্কর। অযোধ্যা বীরভূমের ইলামবাজারের কাছের একটি গ্রাম। মাটি ও জল প্রতিরোধের জন্য আলকাতরার মিশ্রণে তৈরি হয়েছিল কালো বাড়ি। বাড়ির দেওয়াল জুড়ে অসাধারণ শিল্পকর্মের প্যানেল। প্রতিটি প্যানেলে খোদিত আছে গল্প। একসময় কলাভবনের সিনিয়র ছাত্রদের ছাত্রাবাস ছিল কালো বাড়ি। এখন বন্ধ আছে। এই ধরনের বাড়ি সংরক্ষণ করাও একটি চ্যালেঞ্জ। বর্তমানে পুরাতত্ত্ব বিভাগ বাড়িটির সংস্কারের কাজ করেছে।

**শ্যামলী**

উত্তরায়নে মোট পাঁচটি বাড়ি আছে। একটি সম্পূর্ণ মাটির। এই বাড়ির নাম শ্যামলী। শ্যামলী বাড়ি একটি ব্যতিক্রমী শিল্প কর্মের অনন্যসাধারণ সাক্ষী। এই সৃষ্টির কোন বিকল্প নেই। হয়ত এধরনের কাজ আর হবেও না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্টপোষকতার সাথে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু এবং সুরেন করের মত কালজয়ী শিল্পীদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই বাড়ি। শান্তিনিকেতনের উল্লেখ যোগ্য দ্রষ্টব্য। বাড়ির দেওয়াল শুধুমাত্র নয় বাড়ির ছাদ ও মাটির। শিল্পী এবং স্থপতি সুরেন কর বাড়ির নক্সা তৈরি করেন। সুরেন কর উত্তরায়নের সমস্ত বাড়িরই নকশা সুরেন করের। নির্মাণ কৌশলে অভিনবত্ব আছে। মাটি ,গোবর, আলকাতরার সঙ্গে বেনা ঘাস মিশিয়ে মাটির হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি সাজিয়ে মাটি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়েছে। ছাদে মাটির হাঁড়ি উপুড় করে ব্যবহার হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন খড়ের চালের পরিবর্তে মাটির চালের বাড়ি। আগুন লাগার আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই প্রযুক্তির ব্যবহার সাধ্যের বাইরে। নন্দলাল বসু সুরেন করের তত্ত্বাবধানে গৌর মণ্ডল বাড়িটির নির্মাণে সাহায্য করেছেন বলে জানা যায়। এই বাড়িতে শোবার ঘর, স্নানের ঘরের সাথে বসবার ঘর এবং বারান্দাও আছে। সামনে ছোট্ট গোলাকার উঠান। শ্যামলী দেখার আনন্দ শুধু ব্যতিক্রমী নান্দনিক প্রযুক্তি নয়। দেওয়াল জুড়ে কলাভবনের ছাত্র ছাত্রীদের সৃষ্টি রিলিফগুলি সমান দ্রষ্টব্য। শান্তিনিকেতনে সেই সময় রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ভারত বিখ্যাত দিকপালদের কর্মক্ষেত্র। শ্যামলীর এই কাজ নন্দলাল বসুর নির্দেশনায় সম্ভব হয়েছিল। ছাত্রছাত্রীদের কাজ তো আছেই। সেই সঙ্গে রামকিঙ্কর বেইজের এবং নন্দলাল বসুর কাজও শোভাবর্ধন করেছে এই অভিনব স্থাপত্যের। ১৩৪২-এর ২৫ বৈশাখ জন্মদিনে শ্যামলীতে প্রবেশ করেন কবি। রবীন্দ্রনাথ

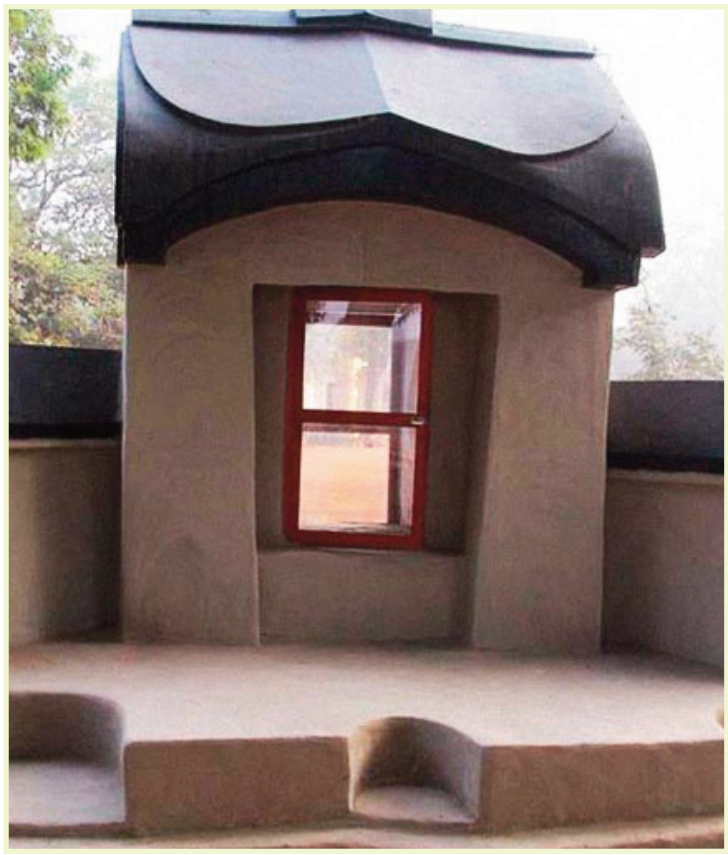

ঠাকুরের উক্তি এখানে প্রাসঙ্গিক।

আমার শেষ বেলাকার ঘরখানি

বানিয়ে রেখে যাব মাটিতে

তার নাম দেব শ্যামলী

মহাত্মা গান্ধি এই বাড়িতে সস্ত্রীক থেকেছেন ১৯৪০-এ। তারপরেও এসেছেন। লালবাহাদুর শাস্ত্রী, মাদার টেরিজাও এই বাড়িতে এসেছেন।

ছাতিমতলা ও উপাসনা মন্দির

উপাসনা মন্দির এবং ছাতিমতলা শান্তিনিকেতনের প্রধান দ্রষ্টব্য। ছাতিমতলা শান্তিনিকেতনের পুণ্য স্থল হিসেবে চিহ্নিত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জনহীন এই প্রান্তরে দেখেছিলেন দুটি ছাতিম গাছ। পরে এখানেই তাঁর সাধনার ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেন। মতান্তরে, সেই সময় ব্রাহ্মসমাজ হয়ে উঠেছিল জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের একটি আশ্রয়। রামমোহনের তিরোধানের পর মহর্ষি ব্রাহ্মসমাজের দায়িত্বভার নিয়ে তার একটি বীজ রোপণ করেন শান্তিনিকেতনে। ধীরে ধীরে সার-মাটি-জল দিয়ে লালন করে একটি ছায়াসুনিবিড় মহীরুহে পরিণত করেন। বৃহৎ শাখা-প্রশাখাময় সেই আশ্রয় হল শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলা। এর পরবর্তী পরিণত রূপ হিসেবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল শান্তিনিকেতনের ব্রহ্ম মন্দির বা উপাসনা গৃহ।

**উপাসনা মন্দির**

তিনি আমার প্রাণের আরাম মনের আনন্দ আত্মার শান্তি'; মহর্ষির জীবনবেদরূপ এই বাণীটি আজও অনুরণিত হয় এখানে। প্রতি বছর পৌষমেলার সূচনা এখানেই, '৭ই পৌষের উপাসনা'র মাধ্যমেই হয়। উপাসনা গৃহ, যাকে এখন আমরা শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যময় প্রাঙ্গণ 'কাচমন্দির' বলে জানি। বড়ো রাস্তার উপর এই মন্দির। ব্রহ্ম ধর্মের উপাসনার জন্য এই মন্দির নির্মিত হয় ১৮৯১ সালের ২১ ডিসেম্বর এই মন্দিরের শুভ উদ্বোধন হয়। মন্দির নির্মাণের খরচ হিসেবে তৎকালীন মূল্যে ১৫,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে পূর্ব দিকে স্থাপিত হয়েছিল পঞ্চচূড়া; যার শীর্ষে তিনটি ছত্রে লেখা ছিল 'ওঁ তৎ সত ঋতং সত্যং'।

কালের ধর্ম গ্রাস করে বিস্মৃত করেছে সেই চূড়াকে, কিন্তু পুরনো দিনের ছবিতে তার স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। নানা রঙের বেলজিয়াম কাচ, টালির ছাদ, শ্বেত পাথরের মেঝে বিশিষ্ট বিগ্রহহীন এই মন্দিরটি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য অবারিত। না থাকে কোনও দেববিগ্রহ, না থাকে নৈবেদ্যর ডালি। পূজার্চনা বা আরতি এখানে স্থান নেয় পবিত্র বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ আর সুললিত সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায়। আচার্যপদে আসন গ্রহণ করেন কোনও জ্ঞানতপস্বী। মন্দিরে উপাসনা হয় বুধবার সকালে। বুধবার ছাড়া বছরের কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে উপাসনা হয়, যেমন- বর্ষ শেষ, বর্ষবরণ, ২৫ শে ডিসেম্বর। পাঠগ্রহণ শুরুর আগে 'তাঁকে' স্মরণ করে বৈতালিক আজও নিয়মিত হয়। সৌ ঃ বঙ্গদর্শন।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।